দৈনিক বাংলা 13

তারিখ ... 13 DEC-1995 ...
পৃষ্ঠা ... ৮ ... কলাম ... ৭ ...

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের মিডিয়া সেন্টারে অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি স্থাপন করা হয়েছে

ছবি ঃ মীর ফরিদ

ঢাকা ভার্সিটিতে মিডিয়া সেন্টার ঃ ইলেক্ট্রনিকস সাংবাদিকতা বিকাশে অবদান রাখবে

মুজতবা খন্দকার ঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগে একটি মিডিয়া সেন্টার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তবে এই সেন্টারটির এখনও আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়নি। বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের ইলেক্ট্রনিক সাংবাদিকতার ব্যবহারিক শিক্ষাদানই এই সেন্টার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য। বর্তমানে এই মিডিয়া সেন্টারটির বিভিন্ন দিক সম্পর্কে বিভাগীয় শিক্ষকগণ একটা ধারণা দিচ্ছেন।

বাংলাদেশ সরকার ও এশিয়া ফাউন্ডেশনের যৌথ আর্থিক সহায়তায় ১ কোটি টাকা ব্যয়ে এই মিডিয়া সেন্টার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই বিভাগের চেয়ারম্যান সহযোগী প্রফেসর আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক জানান, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগে দীর্ঘদিন যাবৎ এর প্রয়োজন অনুভূত হয়েছে। তিনি জানান, বর্তমানে বিশ্বে এবং আমাদের দেশে মুদ্রণ সাংবাদিকতার চেয়ে ইলেক্ট্রনিকস সাংবাদিকতা বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। সেই হিসাবে এই সেন্টার থেকে ছাত্রছাত্রীরা বেশ উপকৃত হবে বলে তিনি মনে করেন।

এই মিডিয়া সেন্টার থেকে ছাত্রছাত্রীর কম্পিউটার, ইলেক্ট্রনিকস সাংবাদিকতার কমপেন্ট এবং ভিডিও ফ্যাসিলিটিজ পাবে। বিভাগ সূত্রে জানা গেছে, প্রাথমিকভাবে মাষ্টার্স ও অনার্স শেষ বর্ষের ছাত্রছাত্রীদের এটি ব্যবহার করতে দেয়া হবে। তবে অন্যান্য বর্ষের ছাত্রছাত্রীরা যাতে আশাহত না হন তার জন্য মিডিয়া সেন্টার কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, পর্যায়ক্রমে সকল বর্ষের ছাত্রছাত্রীদের এই সেন্টারের সুবিধা ভোগ করতে দেয়া হবে।

মিডিয়া সেন্টারটি বসানোর কাজ চলছে বিভাগীয় সেমিনার রুমে। পরবর্তিতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জায়গা দিলে এটি স্থানান্তর করা হবে। তখন এর কার্যক্রম ও আরও বৃদ্ধি পাবে।

মিডিয়া সেন্টারটি পুরোপুরি চালু হলে বিভাগে নতুন একটি কোর্স চালু করা হবে। এই নতুন কোর্সটির নাম হচ্ছে কম্পিউটার এ্যাপলিকেশন ইন জার্নালিজম।

বিভাগীয় চেয়ারম্যান জানান, বিগত স্বৈরাচারী সরকারের পতনের পর গণতান্ত্রিক সরকারের আমলে দেশের সাংবাদিকতায় গুণগত পরিবর্তন এসেছে, বৃদ্ধি পেয়েছে পত্রপত্রিকার সংখ্যাও। তিনি জানান পত্রপত্রিকার সংখ্যা অধিক হলেও খুব বেশী পত্রিকা পাঠকদের কাছে বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করতে পারেনি। সেক্ষেত্রে ইলেক্ট্রনিকস সাংবাদিকতার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে বেশী।

ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সাংবাদিকতায় পড়ার যে আকর্ষণ বেড়েছে তাকে কাজে লাগাতে হবে, বললেন বিভাগীয় চেয়ারম্যান। এই কারণে তাদের সাংবাদিকতা কি এবং কেন। তা ভাল করে বুঝতে হবে।

"মিডিয়া সেন্টার" সম্পর্কে বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে কথা হল। বিভাগের মাষ্টার্সের একজন ছাত্র বলেন, দীর্ঘদিন থেকে শুনছি অবশেষে যদি হয় তবে আমরা সাংবাদিকতার নতুন নতুন দিক সম্পর্কে জানতে পারব। বিভাগীয় ছাত্রছাত্রী অনেকের সঙ্গে কথা হল। সবাই মিডিয়া সেন্টার চালুর খবরে আনন্দিত। শুধু আফসোস করলেন বিভাগের সাবেক এক ছাত্র। তিনি বললেন, মিডিয়া সেন্টার না থাকার কারণে আমরা অনেকে ইলেক্ট্রনিকস জার্নালিজম পড়েনি। তবে চালু হবার সংবাদে তিনি খুশী। এই বিভাগের বয়স ৩৩ বছর। এই তেত্রিশ বছরে বিভাগের যেমন ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে তেমনিভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে এর কার্যক্রমও। মিডিয়া সেন্টারের দায়িত্বে থাকবেন বিভাগীয় চেয়ারম্যান ও বিভাগীয় শিক্ষক আশফাক মুনির।

বিভাগে শিক্ষক রয়েছেন ১৭ জন এছাড়া আরও ১৩ জন শিক্ষক রয়েছেন খন্ডকালীন। বিভাগ সূত্রে জানা গেছে, প্রতিবছর অনার্স ও মাষ্টার্স মিলে ১২০ জন ছাত্রছাত্রী এই বিভাগে ভর্তি করা হয়। বর্তমানে কোর্স ৩৯টি। তৃতীয় বর্ষে ও মাষ্টার্সে কোর্সের সংখ্যা সবচেয়ে বেশী-১০টি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা বিভাগের ছাত্রছাত্রীরাই দেশের সংবাদপত্রের প্রতিনিধিত্ব করছেন। আগামীতেও করবেন। এই বিষয়টি বিবেচনায় রেখে "সাংবাদিকতা বিভাগ" এক একজন ছাত্রকে সঠিকভাবে গড়ে তুলতে নিরন্তর চেষ্টা করে যাচ্ছেন বলে জানালেন একজন শিক্ষক। তার আশা মিডিয়া সেন্টারটি তৈরি হলে এবং এর সঠিক ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ পেলে এই বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের অনেকেই নামীদামী সাংবাদিক হবেন।